ই.এস.আই প্রকল্পের আওতাভুক্ত

‘‘অটল বীমিত ব্যক্তি কল্যাণ যোজনার বৈশিষ্ট্যয়’’

কর্মীদের মর্যাদা সুরক্ষিত করা
তাদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা

সত্যমেব জয়তে

শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রক
ভারত সরকার

এমপ্লয়ীজ স্টেট ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন

''অটল বীমিত ব্যক্তি কল্যাণ যোজনা'' (এবিভিকেওয়াই): প্রকল্পটি ইএসআইসি দ্বারা ইএসআই আইন, ১৯৪৮-র অনুচ্ছেদ ২(৯) অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদকালে একবার সর্বাধিক ৯০ দিন পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য একটি কল্যাণমূলক পদক্ষেপ। প্রথমে এই যোজনা ১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ২ বছরের জন্য অগ্রণী প্রকল্প হিসেবে আরম্ভ করা হয়েছিল। প্রকল্পটি এখন ১ জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০শে জুন, ২০২১ পর্যন্ত আরো এক বছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির অন্তর্গত কর্মচারীদের জন্য কর্মহীন হওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য পূর্বের হার বেতনের ২৫% থেকে বাড়িয়ে ৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং যোগ্যতার শর্তে ছাড় দেওয়া হয়েছে। শর্তগুলো হ'লো বীমাকৃত ব্যক্তি কর্মহীন হওয়ার ঠিক আগে কমপক্ষে দুই বছর বীমাযোগ্য কাজে যুক্ত থাকতে হবে, কাজ হারানোর ঠিক আগের কন্ট্রিবিউশন পিরিয়ডে কমপক্ষে ৭৮ দিনের চাঁদা থাকতে হবে এবং ২ বছরের বাকী তিনটি অংশদান কালের (কন্ট্রিবিউশন পিরিয়ডের) মধ্যে যে কোন একটিতে কমপক্ষে ৭৮ দিনের চাঁদা থাকতে হবে। কাজ হারানোর দিন থেকে ৩০ দিন পর অর্থ সাহায্যের আবেদন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট শাখা কার্যালয়ে সরাসরি করতে পারবেন।

অটল বিমিত ব্যক্তি কল্যাণ যোজনার অধীনে

- কর্মীদের ত্রাণের মূল্য এবার দ্বিগুন হয়েছে
- কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ সরাসরি ক্রেডিট
- যোগ্যতার শর্তে ছাড়
- www.esic.in এ কর্মীরা অনলাইন আবেদন করতে পারেন

‘‘সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী’’ এবং ‘‘অটল বীমিত ব্যক্তি কল্যাণ যোজনা’’ (এবিভিকেওয়াই) তে সেগুলির উত্তর

ক্র. সং.	প্রশ্ন	উত্তর
1	সেই সকল বীমাকৃত ব্যক্তি (ইনশিওর্ড পার্সন্স - আইপি) যারা লকডাউনের সময় নিয়োগকর্তার কাছ থেকে বেতন পাননি এবং যাদের কন্ট্রিবিউশন ০ (শূন্য) দেখাচ্ছে, তারাও কি বেকারত্বের অন্তর্গত?	না।
	আইপি-গুলির নাম ইএসআইসি চালান সূচী থেকে সরানো কি নিয়োগকর্তার জন্য বাধ্যতামূলক? কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কর্মীদের কন্ট্রিবিউশন ‘০’ দেখাচ্ছে অথচ তারা অযোগ্য।	এই প্রকল্প অনুযায়ী ত্রাণ শুধুমাত্র সেই সকল আইপি-দের জন্যই উপলব্ধ যারা কর্মহীন হয়েছেন। একজন আইপি-কে কেবল তখনই কর্মহীন বলে ধরা হবে যখন তার নিয়োগকর্তা মাসিক কন্ট্রিবিউশন চালানে তাকে প্রস্থান করেছে বলে দেখিয়েছে। নিয়োগকর্তা যদি মাসিক কন্ট্রিবিউশন চালানে আইপি-র পক্ষ থেকে ‘‘০’’ কন্ট্রিবিউশন দেখিয়ে থাকেন, এর অর্থ হল আইপি এখনও সেই নিয়োগকর্তার সাথেই কাজে নিযুক্ত আছেন এবং নিয়োগকর্তা এই সকল কর্মীদের কিছু পরিমাণ টাকা দিতে পারেন এবং তাই এই কর্মীরা এই প্রকল্প অনুযায়ী ত্রাণ পাওয়ার যোগ্য নন।
2	এই প্রকল্পটি কি সেই সকল আইপি-দের জন্য প্রযোজ্য যারা লকডাউনের সময় বেকার ছিলেন কিন্তু এখন কাজ করছেন?	এইরকম কর্মীরা প্রয়োজনীয় যোগ্যতার শর্ত পূর্ণ করলে এই প্রকল্প অনুযায়ী ত্রাণ পাওয়ার যোগ্য। তবে এটা দেখতে হবে যে সেই দাবিদার অবশ্যই ক্লেমের সময়কালে বেকার ছিলেন।
3	বেকারত্বের পরে দাবিদার প্রথম ৩০ দিনে এই প্রকল্পে ক্লেম করতে পারবেন না।	বেকার হওয়ার ৩০ দিন পর দাবিদার ত্রাণ ক্লেম করতে পারেন, যেমন, যখন নিয়োগকর্তা তাকে প্রস্থান করেছেন বলে দেখিয়েছেন। বেকারত্বের ঠিক পরেই দাবিদার একটি সম্পূর্ণ মাসের জন্য ক্লেমের আবেদন করতে পারেন।
4	ব্যবস্থাটি দ্বারা ক্লেম তৈরি করা কি এই প্রকল্প অনুযায়ী ত্রাণ প্রতিশ্রুত করে? ব্যবস্থাটি ক্লেম তৈরির অনুমতি দেওযার পরেও কি ক্লেম খারিজ হতে পারে?	ব্যবস্থা দ্বারা ক্লেম তৈরি করা এই প্রকল্প অনুযায়ী ত্রাণ প্রদান প্রতিশ্রুত করে না। ক্লেমের যাচাইয়ের সময় যদি শাখা কার্যালয় ম্যানেজারের নিয়োগকর্তার তথ্য অনুযায়ী দাবিদারকে অযোগ্য বলে মনে হয়, সেই ক্লেম শাখা কার্যালয় ম্যানেজার দ্বারা বাতিল হয়ে যেতে পারে যদিও এই ধরণের ঘটনা বিরল হওয়া উচিত।

ক্র. সং.	প্রশ্ন	উত্তর
5	সুপারঅ্যানুয়েশনের বয়স কত?	যেকোনো বিমাকৃত ব্যক্তির সুপারঅ্যানুয়েশনের বয়স সংস্থা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয় আইন অনুসারে সংস্থার নীতি অনুযায়ী। ইএসআই আইন-এর ধারা ৫৬-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুপারঅ্যানুয়েশনের বয়স ষাট বছর ধরা যেতে পারে।
6	এটা একটি সাধারণ পদ্ধতি যে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্য কর্মীরা তার সংস্থায় তাদের পদত্যাগপত্র জমা দেয়। যে সকল কর্মীরা চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্য পদত্যাগ জমা দিয়েছেন, তারা কি এবিভিকেওয়াই-এর অন্তর্গত ত্রাণের যোগ্য?	যে সকল কর্মীরা পদত্যাগ জমা দিয়েছেন, তাদের বেকার হিসেবে বিবেচিত করা হবে এবং যদি তারা কোনওভাবে যোগ্য হন তাহলে তাদের এই প্রকল্প অনুযায়ী ত্রাণ দেওয়া যেতে পারে তবে এই শর্তে যে নিয়োগকর্তা তাদের পদত্যাগের সময় কোনও রিট্রেঞ্চমেন্ট সুবিধা/আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন নি।
7	লকডাউন (সরকারী আদেশে নিয়োগকর্তা দ্বারা করা অস্থায়ী একটি বন্ধকরণ) কি এবিভিকেওয়াই অনুযায়ী কর্মীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার একটি যোগ্যতা হতে পারে?	না। এবিভিকেওয়াই অনুযায়ী লকডাউন অথবা লকআউটের ক্ষেত্রে ত্রাণ প্রদান করা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ নিয়োগকর্তা লকডাউন অথবা লকআউটের সময়েও কর্মীদের কাজে নিয়োগ করে।
8	কর্মীদের তাদের বেকারত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে হবে কিনা এবং তার বেকারত্ব সম্পর্কিত কোনও ঘোষণা, ক্লেমের যাচাইয়ের সময় শাখা ব্যবস্থাপক দ্বারা গৃহীত হবে কিনা।	কর্মীদের থেকে কোনও ঘোষণা অর্জন করতে হবে না (বেকার প্রাক্তন-আইপি)। কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। প্রাক্তন আইপি-র সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাইয়ের সময় নিয়োগকর্তার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে।
9	নিয়োগকর্তার যাচাইয়ের সময় দেখাচ্ছে যে সেই কর্মচারী চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন বা পদত্যাগ করেছেন বা স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন।	কর্মচারীদের বেকার বলে ধরা হবে এবং এছাড়া যোগ্য হলে তাদের এই প্রকল্প অনুযায়ী ত্রাণ দেওয়া যেতে পারে তবে এই শর্তে যে নিয়োগকর্তা সেই সকল কর্মীদের পদত্যাগ/ চাকরি ছাড়ার সময় কোনও রিট্রেঞ্চমেন্ট সুবিধা/ আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করেননি।
10	বেকার কর্মীর পক্ষ থেকে যদি ইপিএফ কন্ট্রিবিউশন প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে সেই কর্মীকে বেকার ধরা হবে কিনা।	না। যাচাইয়েরই সময় যদি দেখা যায় যে কর্মীর পক্ষ থেকে ইপিএফ কন্ট্রিবিউশন প্রদান করা হয়েছে, সেই কর্মীকে বেকার বলে ধরা হবে না।

আরও তথ্য পেতে, ইএসআইসি শাখায় কিম্বা টোল ফ্রী নম্বর ১৮০০১১২৫২৬-এ যোগাযোগ করুন